পৃথক মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদক
২৬ আগস্ট ২০২৫, ১২:০০ এএম

সরকারি মাধ্যমিক শিক্ষার প্রশাসনিক কাঠামোয় আবার অস্থিরতা দেখা দিয়েছে। দেশের ৯টি আঞ্চলিক মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অফিসে উপপরিচালক (মাধ্যমিক) কার্যালয়ের দীর্ঘদিনের আর্থিক ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে তা আঞ্চলিক পরিচালকের (কলেজ) হাতে তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্তে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন শিক্ষক ও কর্মকর্তারা। সরকারি মাধ্যমিকের শিক্ষকদের অভিযোগ, অপরিকল্পিত প্রশাসন, পদসংকট ও নীতিনির্ধারণী বিশৃঙ্খলার কারণে মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থা ক্রমেই ভেঙে পড়ছে। মাধ্যমিক শিক্ষাকে যুগোপযোগী ও বিশ্বমানের পর্যায়ে নিতে হলে দ্রুত পৃথক ‘মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর’ গঠন এখন সময়ের দাবি।

১৯৮১ সালের নিয়োগবিধি অনুযায়ী বিদ্যালয় ও পরিদর্শন শাখার সর্বোচ্চ পদ হলো আঞ্চলিক উপপরিচালক। প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই তারা আঞ্চলিক অফিসের আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। এমনকি ২০১৬ সালে এমপিও কার্যক্রম আঞ্চলিক পর্যায়ে হস্তান্তরের সময়ও মাধ্যমিক ও কলেজ শাখা আলাদা ছিল। কিন্তু সাম্প্রতিক সিদ্ধান্তে উভয় কার্যালয়ের আর্থিক ক্ষমতা একীভূত হয়ে পরিচালকের (কলেজ) হাতে চলে গেছে।

বাংলাদেশ সরকারি মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতি, মাউশির উপপরিচালক এবং ৯টি আঞ্চলিক উপপরিচালক ইতোমধ্যে পৃথক আবেদন জানিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবি তুলেছেন। অভিযোগ রয়েছে, আনুষ্ঠানিক কোনো আদেশ ছাড়াই কয়েকজন আঞ্চলিক পরিচালক এজি অফিস থেকে অবৈধভাবে ডিডিও আইডি সংগ্রহ করেছেন। এতে উপপরিচালক কার্যালয়ের অর্থসংক্রান্ত কার্যক্রম স্থবির হয়ে পড়েছে।

এ প্রসঙ্গে গাজীপুর জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মো. আল মামুন তালুকদার আমাদের সময়কে বলেন, মাধ্যমিক স্তর প্রতিটি ক্ষেত্রেই বৈষম্যের শিকার হচ্ছে। এবার উপপরিচালক কার্যালয়ের আর্থিক ক্ষমতা কেড়ে নেওয়ার মধ্য দিয়ে আমাদের পিঠ দেয়ালে ঠেকে গেছে। আলাদা অধিদপ্তর ছাড়া এখন আর কোনো বিকল্প নেই।

জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০১০, প্রশাসন সংস্কার কমিশন এবং স্বাধীনতার পর থেকে গঠিত প্রায় সব শিক্ষা কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য আলাদা অধিদপ্তরের সুপারিশ করলেও তা আজও বাস্তবায়ন হয়নি। অথচ প্রাথমিক, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষার জন্য বহু আগেই পৃথক অধিদপ্তর গঠিত হয়েছে।